গোয়ালতোড়ে বাঘের হানায় জখম এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রবিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ের কুশ কাঠি জঙ্গলে বাঘের হামলার শিকার হলেন এক ব্যক্তি। জানা গেছে, জনা কুড়ি লোক শিকারে গিয়েছিল সেই সময় বাঘের হামলার শিকার হন জয়রাম সরেন নামের এই বছর সাতচল্লিশের ব্যক্তি। তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোয়ালতোড় থানার কুশকাঠি গ্রামের ১৫/২০ জন আদিবাসী মানুষ দল বেঁধে কুশপাতা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিল। জঙ্গলে শিকার করার সময় তাঁরা বাঘটিকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ফেলে এবং আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাঘটি পালানোর সময় সামনে পায় জয়রাম সরেন নামে এক ব্যক্তিকে এবং তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘটির কামড়ে গুরুতর আহত হয় জয়রাম সরেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জয়রাম সরেনের হাতে গুরুতর চোট লেগেছে।

ন্যাশানাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ ইউনিয়নের ১৯ তম সর্বভারতীয় সম্মেলন ১০-১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত হল ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাজধানী রাঁচির খেলাগাঁও-এর প্রয়াত ডাঃ নন্দকিশোর তিরিখা নগর ও ডাঃ রাম দেওয়াল নন্দ অডিটোরিয়ামে। ভারতবর্ষের ২২ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট সদস্যগণ, যুক্ত সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক। ভারত সরকারের নিবন্ধীকৃত এই সংগঠনটিতে প্রায় ২৫ দফা দাবি নিয়ে সম্মেলনে দুদিন ধরে আলোচনা হয়। সংগঠনের ১৯ তম সম্মেলনের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধুকোড়া ও কেন্দ্রীয় প্রাক্তন মন্ত্রী সুবোধ সাহায়, বিধায়ক শিবশহকর মান্ডি ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে ৪৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে ৭০৫ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ পন্ডিত নেতৃত্ব রাজ্য থেকে প্রতিনিধিগণ যোগ দেওয়া জন্য ৮ মার্চ রওনা দেন। সংগঠনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যায় আনুষ্ঠানিক পেশ হয়। ধ্বনি ভোটে গৃহিত হয়। উদ্বোধন করেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধুকোড়া ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুবোধ সহায় এবং স্থানীয় বিধায়ক শিবশঙ্কর মান্ডি। সংবাদপত্রের সম্পাদক, যুক্ত সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রত্যেক রাজ্যে মোট ২২ জন সদস্য। ২৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, সাংবাদিকদের স্বাধীনতা-সহ জেলায় একই বিজ্ঞাপন নীতি চালু করতে হবে। সরকারি, আধাসরকারি, সরকার নিয়ন্ত্রিত যেকোন সংস্থার বিজ্ঞাপন জেলা থেকে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রকেই দিতে হবে। সরকারি প্রেসবার্তা, ফ্রি বাস ও লোকাল ট্রেনের পাশ দিতে হবে। সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত সম্পাদক, সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের চিকিৎসা বীমা চালু করতে হবে। ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক দিল্লি থেকে শিবকুমার, উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রীমা কিরণ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মোট ৩১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হলেন দীপক রায় ও প্রবীর চক্রবর্তী।

সভাপতি বলেন যে, রাজ্যে যেমন পারেন সংগঠন তৈরি করুন। কিন্তু সবাই এক ছাতার তলায় আসতে হবে সেটা হল এনইউজে(আই)। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে চার এক্সিকিউটিভ সদস্য প্রশান্ত দাস, সংকর্ষণ মাইতি, সুবাশ দাস, দুর্গাপদ মিশ্র অংশগ্রহণ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

সেমিনার হলের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ হলদিয়া ল'কলেজে প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সমর বিশেষজ্ঞ বাঙালি আইনজীবী রাধাবিনোদ পাল নামাঙ্কিত একটি সেমিনার হলের সূচনা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য লক্ষ্মণ শেঠ, হলদিয়া পৌরসভার কাউন্সিলার তথা কলেজের সম্পাদক বিমল মাজি, কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ্তকিশোর সাহু প্রমুখ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সেখানে বলেন, ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা বিশ্বকে শান্তি ও সহিষ্ণুতার বার্তা দিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধর্ম, নানা জনগোষ্ঠী, বহু ভাষার মানুষ তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে এই দেশে বছরের পর বছর ধরে একসঙ্গে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যই আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে মহান করেছে। সেখানে মূর্তি ও স্মারক ভাঙার ঘটনা খুবই দুঃখজনক বিষয়। দেশে সাইবার ক্রাইমের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এবিষয়ে আইন থাকলেও সাইবার ক্রাইমকে প্রতিরোধ করার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই আমাদের দেশে। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক চাই। সাইবার ক্রাইমকে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।

সাইবার ক্রাইম ঠেকাতে প্রচুর অর্থ ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ সতর্ক করে বলেন, আমাদের দেশে একের পর এক যে অসহিষ্ণুতার ঘটনা ঘটছে, তার উপর নজর রাখছে সারা বিশ্ব। লাগাতার অসহিষ্ণুতার ঘটনা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তবে আশা করি, এই সঙ্কট আমরা দ্রুত কাটিয়ে উঠব।

জলের ট্রাঙ্ক ও ট্রাক্টর পেল রামজীবনপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ পৌরএলাকার পানীয় জল সরবরাহ সঠিক রাখতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জলের ট্রাঙ্ক পেল চন্দ্রকোনা থানার রামজীবনপুর পৌরসভা। আগামী গ্রীষ্মে যাতে পৌর এলাকার কোথাও জলের সমস্যা না হয় তার জন্যই এসেছে জলের ট্রাঙ্ক। পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মল চৌধুরী বলেন, আমাদের পৌরসভায় বেশ কয়েকটি জলের ট্রাঙ্ক থাকলেও মাঝে মধ্যে সমস্যা দেখা দিত যখন একই সময়ে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করতে হত। রাজ্য সরকার ১১টি জলের ট্রাঙ্ক আমাদের দিয়েছে। আগামী গ্রীষ্মে পৌর এলাকার কোথাও আর জলের সমস্যা থাকবে না। জলের ট্রাঙ্ক ছাড়াও পৌর এলাকার ময়লা ফেলা ও অন্যান্য কাজের জন্য দুটি ট্রাক্টর পেয়েছে রামজীবনপুর পৌরসভা।

'সংগ্রামী নন্দীগ্রাম'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ রবিবার কানাইলাল দাসের লেখা 'সংগ্রামী নন্দীগ্রাম' বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হল। নন্দীগ্রামের মনুচক জালপাই সংহতি সংঘের আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন সাহিত্যের এক একনিষ্ঠ পাঠক বিকাশ গিরি। রাজকুমার আচার্যের তত্ত্বাবধানে কালজয়ী সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রশংসিত এবং অসংখ্য গবেষকদের গ্রহণীয় আঞ্চলিক ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ কানাইলাল দাসের লেখা 'সংগ্রামী নন্দীগ্রাম'। 'অতীতে সংগ্রামী নন্দীগ্রাম' নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। প্রকাশের পর পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম কান্ডের পরবর্তী সময়ে কালজয়ী সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'বর্তিকা' তে বইটির সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁর 'নন্দী মা' বইতে এই বইয়ের অনেকাংশ উল্লেখ করেছেন। অসংখ্য গবেষণ এই বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের গবেষণার কাজ শেষ করে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বইয়ের লেখক কানাইলাল দাস বলেন, সাম্প্রতিক অনেক তথ্য সংযোজিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রাসঙ্গিকতা মাথায় রেখে বইয়ের নাম রাখা হয়েছে 'সংগ্রামী নন্দীগ্রাম'।

কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় শিশু সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের অধীনে জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের উদ্যোগে কাঁথি মহকুমার চারটি ব্লকের কাঁথি ১, দেশপ্রাণ, রামনগর ১, রামনগর ২ শিশু সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের নিয়ে কাঁথি মহকুমা প্রশিক্ষণকক্ষে সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের পরিষেবা, পরিকাঠামো বিষয়ে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। এই প্রশিক্ষণের সূচনা করেন, কাঁথি মহকুমাশাসক শুভময় ভট্টাচার্য্য, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক পূর্ণেন্দু পৌরাণিক, কাঁথি ১ যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক প্রীতম মন্ডল। জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক বলেন, সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পে সরকারিভাবে আমাদের দেশে শুরু হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতা সাউ দাস সুরক্ষা আধিকারিক (প্রাতিষ্ঠানিক), বিবেকানন্দ সাউ, কো অর্ডিনেটর কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, ইমরান উল্লাহ, প্রাক্তন সদস্য জেলা শিশু কল্যাণ সমিতি, শিক্ষার্থী হিসাবে ৪টি ব্লকের সিডিপিও, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করে। এই দুদিনের প্রশিক্ষণে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা ফিরে গিয়ে গ্রামস্তরের শিশু সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অন্যদিকে একই দিনে তমলুক মহকুমার পৌরসভার প্রশিক্ষণ কক্ষে পৌরসভার ১০টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড লেভেল শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হল। উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ট্রেজারি) প্রশান্ত অধিকারী, উপস্থিত ছিলেন তমলুক পৌরসভার পৌরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ সেন, জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্র সুপর্ণা ব্যানার্জী ও ১৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রমুখ প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সারদা গিরি, জেলা লিগ্যাল কাম প্রোকেশন অফিসার আলোক বেরা, প্রোটেকশন অফিসার (অপ্রাতিষ্ঠানিক) কৃষ্ণা বল প্রমুখ। শিবিরে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, শিশুসুরক্ষা সমিতির দায়দায়িত্ব, সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগসুবিধা, আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা রয়েছে প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এতদিন সরকারিভাবে কোন প্রশিক্ষণ হয়নি। এইপ্রথম কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের আয়োজন হল।

বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ নন্দকুমার থানার অন্তর্গত বরগোদা কংসাবতী কিশোর সংঘের উদ্যোগে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল শ্রীশ্রী শ্মশানকালী পুজো উপলক্ষ্যে। রবিবার অনুষ্ঠানের শেষদিনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। তিন দিন ধরে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, উত্তর চংরাচক হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল কুমার দাস, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা গৌরী মাল-সহ বিশিষ্টরা।

যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় প্রথম অনির্দীপ শাসমল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আঠিলাগোড়ি যোগা কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতায় এ গ্রুপে প্রথম বাঁশগোড়া যোগা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন সেন্টারের অনির্দীপ শাসমল। মাত্র ৭ বছর বয়সে পড়াশোনার পাশাপাশি যোগশিক্ষাতেও পারদর্শিতার সাথে দুই মেদিনীপুরের প্রতিযোগীদের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করল। এ বিষয়ে খুব খুশি পরিবারের সকলেই বলেন, অনির্দীপের বাবা সমিত কুমার শাসমল। দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্র গৌরবান্বিত করেছে খেজুরিকে, ওর একাগ্রতা আছে, জীবনে অনেক উন্নতি করবে বলেন যোগ শিক্ষক সিদ্ধার্থ শাসমল, তিনি আরও বলেন, গ্রাম্য এলাকায় যোগা প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে এখনও অনেকেই অবগত নন, যাতে সকলেই এই যোগব্যায়ামের মধ্যে থাকে তাহলে শারীরিক ও মানসিক সবদিক থেকেই উন্নতি ঘটবে।